আশার গুড়ে বালি, অদৃশ্যই রইল আইসন

● শ্যামসুন্দর দত্ত ●

উদয়পুর, ২৮ নভেম্বর ঃ সারা পৃথিবীর মানুষ আজ এক মহাজাগতিক ঘটনার দিকে তাকিয়ে ছিলো। সূর্যের দিকে জোর দৌড়চ্ছে এক ধূমকেতু। তার নাম 'আইসন'। পৃথিবী জুড়ে আজকের খবরের শিরোনামে এই ধূমকেতু আইসন। গত বছর একুশ সেপ্টেম্বর এই ধূমকেতুটি আবিষ্কার হয়েছিল। এর বিজ্ঞানসম্মত নাম সি/২০১২ এস ওয়ান (C/2012 S1) । সারা পৃথিবীর মানুষ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের একটা ধারণা ছিলো যে আজ এই ধূমকেতুকে অসাধারণ উজ্জ্বল দেখা যাবে। কিন্তু আজ তেমন কিছু দেখা যায়নি। তবে তাই বলে কিছু মানুষের উ ৎসাহে আজ কোথাও খামতি ছিলো না। দশ হাজার বছর ধরে চলতে চলতে তার যে সূর্যের দিকে চলা শুরু হয়েছিলো সেই চলা আজকে শেষ হয়েছে বলা চলে। আজ ২৮ নভেম্বর। আজ আইসন সবচেয়ে সূর্যের কাছে। সূর্য ও আইসনের মধ্যে আজ দূরত্ব ছিলো এগার লক্ষ কিমির সামান্য বেশী। আজ পৃথিবীর সমস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানী টেলিস্কোপ, বাইনোকুলার নিয়ে বা খালি চোখে দেখার চেষ্টা করেছিলেন এই আইসন ধূমকেতুকে। তারা আজকে খুব উৎকণ্ঠায় ছিলেন। আইসন কি ভেঙেচুরে চুরমার হয়ে সূর্যের গায়ে আছড়ে পড়বে! না কি বেঁচে যাবে! যদি বেঁচে যায় তাহলে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে আমরা আকাশে অসাধারণ একটি ধূমকেতু দেখতে পাব। সেই আশায় সারা পৃথিবীর মানুষ রয়েছেন। এবং যদি ভেঙে যায় তাহলে সারা পৃথিবীর সাধারণ মানুষ, বিজ্ঞানীরা, জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিজ্ঞানপ্রেমী সবাই যে এতো উৎকণ্ঠায় ছিলো তা একটা দুঃখের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। এমনই একটি দিনে ত্রিপুরা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি গত দু'মাস ধরে এক অভাবনীয় কর্মকাণ্ড শুরু করেছে। 'চোখে চোখে আইসন' শীর্ষক আলোচনা সারা রাজ্যে প্রচার হয়েছে। আজকে উদয়পুরের ডনবস্কো স্কুলে

আয়োজন করা হয়েছে এক বিশেষ কর্মশালা। অত্যাধুনিক টেলিস্কোপের মাধ্যমে ধূমকেতু আইসনকে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। সন্ধ্যায় স্কুলের মাঠে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছিলো দারুণ উৎসাহ। ত্রিপুরা রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্ষদ এবং ত্রিপুরা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে আজ আয়োজিত হয়েছে ধূমকেতু আইসনকে নিয়ে এক বিশেষ কর্মশালা। এতে উদয়পুরের ব্রিলিয়ান্ট স্টারস, আসাম রাইফেলস ও ডনবসকো স্কুলের ছেলেমেয়েরা অংশ নিয়েছে। বিশেষ কম্পিউটার সফটওয়ারের মাধ্যমে হাতে কলমে রাতের আকাশ চেনা এবং আধুনিক কম্পিউটারাইজড টেলিস্কোপে আকাশ দেখা। ধূমকেতু আইসনকে নিয়ে আকর্ষণীয় স্লাইড শো ও মুক্ত ক্যুইজ। ত্রিপুরা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সচিব তথা বিজ্ঞান কর্মী অয়ন সাহা ধূমকেতু আইসন কী? প্রাচীন ভারতে ধূমকেতু চর্চা, ধূমকেতুর গূঢ় কথা, ধূমকেতু গঠন, পথ পরিক্রমায় ধূমকেতুর লেজের পরিবর্তন সহ নানা তথ্য নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

আজকের দিনে আইসন থাকবে উজ্জ্বল ও আলোকছটায়। থাকবে সূর্যের সব চেয়ে কাছে। সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা আগে থেকে দক্ষিণ-পূর্ব আকাশে দেখা যাবার কথা। কিন্তু তা দেখা গেল না। সূর্যের প্রখরতা বেশী। ডিসেম্বর মাসে এর উজ্জ্বলতা কমতে থাকবে। এই সময়ে দেখা যাবে পৃথিবীর দুই গোলার্ধ থেকে। সে সময় সূর্যের সঙ্গে আনতি কোণের মান থাকবে এক ডিগ্রীর কাছাকাছি। শীতের আকাশে উত্তর গোলার্ধে আইসনকে ভাল দেখা যাবে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। তারপর সরে যাবে আরও উত্তরে। তখন POLARIS (Pole Star) - এর সঙ্গে থাকবে দুই ডিগ্রী কোণ করে ২০১৪ সালের আট জানুয়ারী পর্যন্ত। আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার সূর্য পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে জানা যাবে আদৌ আইসন বেঁচে রয়েছে, না নেই। নাসার এই তথ্য জানা যাবে দু'দিন বাদে। বিজ্ঞানীদের ধারণা ২০১৪ সালের জানুয়ারীর মাঝামাঝি সে পৃথিবীর পাশ দিয়ে যাবে।